আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫৮ (সাপ্তাহিক) • ২৮ মে ২০২১ থেকে ৩ জুন ২০২১ • ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 58 (Weekly) • 28 MAY, 2021 – 3 JUNE, 2021 • Friday • Rs. 3.

ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও কটালের ত্র্যহস্পর্শে বিধ্বস্ত উপকূল

বিপদে পাশে সেই মমতাই

মুখ্যমন্ত্রীর অতন্দ্র প্রহরা, ১৫ লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : তিনি ছিলেন রাজ্য প্রশাসনের একদম কন্ট্রোল রুমে। আসলে বলা ভাল, যশ ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে রাজ্যের মানুষকে বাঁচাতে ওয়্যার রুমে। বাংলার মানুষের যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয়, যতটা সম্ভব কষ্ট দূর করা যায়, প্রশাসনের তৎপরতায় কোনও দেরি না হয়, সেই কারণেই অতন্দ্র প্রহরী হয়ে রাত জেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝড়ের আগে ও পরে টানা ৩০ ঘণ্টা ওয়্যাররুমেই কাটালেন তিনি। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কর্মী-আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়েই নিশ্চিন্ত করলেন বাংলার মানুষকে। ফণী হোক বা আমফান, রাজ্যের মানুষকে তিনি কীভাবে নিরাপত্তার 'ছাদ' দিয়ে গিয়েছেন, অতন্দ্র প্রহরা দিয়ে গিয়েছেন, তা বাংলার মানুষ জানেন। তিনি সর্বার্থেই অভিভাবক। তাঁর কারণেই যত দুর্যোগ আসুক, সামলে নিতে পারে বাংলা। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন বাংলার মানুষ। ঝড়ের রাতেও। দুয়ের পাতায়

আকাশপথে দুর্গত এলাকা দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিঘায় এসে সরেজমিনে ক্ষয়ক্ষতি দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রস্তুতি

১. ১৮ মে প্রথম সাইক্লোনের সতর্কবার্তা।
২. ১৯ মে মুখ্যমন্ত্রী ১২টি কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও রাজ্যের ৩৩টি এজেন্সির সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে বৈঠক।
৩. ২২ মে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় বৈঠক করেন কেন্দ্রের ১৪টি এজেন্সি ও রাজ্যের ৩৫টি এজেন্সির সঙ্গে।

নেটওয়ার্ক গঠন

১. ২৪ মে সেনার কাছে সরকারি আবেদন পৌঁছয়।
২. ৪৯টি এজেন্সির ৩ লক্ষ আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন।
৩. পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় সব বাহিনী। রিলিফ মেটিরিয়াল তার আগে পাঠানো হয়।
৪. বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশি, সেচ, বন দফতর, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।
৫. রাজ্য থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত সমস্ত নেটওয়ার্ক সেট হয়ে যায়।
৬. ৪৬টি এনডিআরএফ, ২০টি এসডিআরএফ, ১৭ কলাম সেনা, নৌসেনার ৭টি দল, উপকূলীয় বাহিনী তাদের জাহাজ হোভারক্রাফট নিয়ে টহলদারি শুরু করে দেয়।

প্রচার

১. মাইকে প্রচার, সংবাদমাধ্যমে প্রচার চলতে থাকে।
২. পর্যটক শূন্য করে দেওয়া হয় সব গেস্ট হাউস।
৩. মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।
৪. ১৫ লক্ষ মানুষকে সেলটারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
৫. বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ট্রেন বাতিল করা হয়
৬. কোভিড হাসপাতালের জন্য জেনারেটর প্রস্তুত রাখা হয়।

বহুমুখী বিপর্যয় শুরু

১. সাইক্লোনের আঘাত শুরু হয়।
২. পূর্ণিমার ভরা কটাল তার মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ।
৩. প্রবল উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে উথালপাথাল করা সুপার সাইক্লোন। নানা জায়গায় টর্নেডো হয়।

ইয়াসের প্রভাব

১. ২ কোটি মানুষ সরাসরি কবলিত।
২. সব থেকে বেশি প্রভাব পরে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়া। তার সঙ্গে কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদেও প্রভাব।
৩. সুন্দরবন আর উপকূলীয় এলাকায় নোনা জল ঢুকে, ঘরবাড়ি তছনছ করে, গাছ উপড়ে, বাড়ি ভাঙে। দিঘায় ধ্বংসলীলা।
৪. হলদি, হুগলি, রূপনারায়ণ নদীর পাড় ভাসিয়ে দেয়। মেদিনীপুর, হাওড়ার পাশাপাশি কলকাতাও জলমগ্ন হয়।
৫. সুন্দরবনের সমস্ত নদীবাঁধ ভেঙে দেয়। ৩ লক্ষ বাড়ি নষ্ট হয়েছে। ২ লক্ষ হেক্টর জমি নষ্ট হয়েছে।
৬. শস্য, সেচ, ফিশারির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

পুনর্গঠন ও বাসস্থান নির্মাণ

১. নতুন করে তিন লক্ষ মানুষের জন্য বাড়ি তৈরির অর্থ বরাদ্দ।
২. ১৫ লক্ষ চাষীর শস্যের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।
৩. ১০ লক্ষ মৎস্যজীবীর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে।
৪. সমস্ত নদীবাঁধ ও সেতু নতুন করে নির্মাণ হবে।

প্রাথমিক ক্ষতি

কৃষিকাজ, ফিশারি, বাড়ি, ম্যানগ্রোভ অরণ্য, পানীয় জল, গ্রামীণ রাস্তা সব মিলিয়ে সাকুল্যে ক্ষতির পরিমাণ ২০ হাজার কোটি।

প্যাকেজ

১. সুন্দরবনের প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সহ ১০ হাজার কোটি টাকার পুনর্বাসন প্রস্তাব কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে।
২. পাড় সহ গোটা দীঘা মাস্টারপ্ল্যানের জন্য আরও ১০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে ত্রাণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার পাশে সরকার

যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সবাই ত্রাণ পাবেন। যেভাবে দুয়ারে সরকার গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় হয়েছিল। সেইভাবেই ক্যাম্প হবে। কেউ যাতে বঞ্চিত না হন, কেউ যাতে অপব্যবহার করতে না পারেন— সেটা আমরা দেখব।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আবেদন
৩-১৮ জুন

স্ক্রুটিনি
১৯-৩০ জুন

ব্যাঙ্কে অর্থ
১-৮ জুলাই

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ঘূর্ণিঝড়ে যাঁদের বাড়ি বা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাঁরা এবার হাতে লিখেই আবেদন করলে সরাসরি নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছে দেবে রাজ্য সরকার। দুর্যোগ থামার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্গতদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে 'দুয়ারে ত্রাণ' শীর্ষক এমনই ঐতিহাসিক পরিষেবার প্রকল্প ঘোষণা করলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য এই ত্রাণের টাকা পৌঁছানোর আগে নির্বাচন পূর্ববর্তী ঘোষণা মেনে গ্রাম পঞ্চায়েত আর ব্লক স্তরে দুয়ারে সরকারের শিবির বসবে ৩ জুন থেকে ১৮ জুন। সেখানেই হাতে লিখে আবেদন জানাতে হবে। সে চাষের জমিই হোক বা বাড়ি ভেঙে পড়ুক। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে স্বয়ং মা-মাটি-মানুষের নেত্রী জানিয়েছেন, "ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন পাওয়ার পর ১৯ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে। সত্যিই ক্ষতি হয়েছে কিনা তার ফিল্ড সার্ভে হবে। সব ঠিক থাকলে ১ থেকে ৮ জুলাইয়ের মধ্যে সরাসরি ক্ষতিপূরণ পাঠানো হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।" আসলে আমফানের ক্ষতিপূরণ পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে দেওয়ায় বিরোধীরা নানা অভিযোগ তুলেছিলেন। ভোটে ইস্যুও করে বিরোধীরা। সেই অভিযোগ অবশ্য ধোঁপে টেকেনি। রাজ্যের সাধারণ মানুষ দু'হাত ভরে জোড়াফুলকে ভোট দিয়ে ২০১৬ সালের চেয়েও বেশি আসন এবং সমর্থন দিয়ে তৃতীয়বার জননেত্রীকে বাংলার শাসনভার তুলে দিয়েছে। বস্তুত দুয়ারে রেশন পরিষেবা চালুর পর এবার ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গতদের ক্ষতিপূরণে 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্প গোটা দেশের মধ্যে শুধু অভিনব নয়, প্রশাসনিক স্বচ্ছতায় সরাসরি প্রাপকদের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণে পৌঁছে নজির গড়তে চলেছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী।

ঘূর্ণিঝড়ের দাপট ও জলোচ্ছ্বাসের জেরে বাংলায় চাল-ডালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে হিসাব, ১৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন এই ক্ষতির চেহারাটা প্রাথমিক। এর পর ফিল্ড রিপোর্ট আসবে। মানুষ, গৃহপালিত প্রাণীদের উদ্ধার করা গেলেও উপকূল-সহ নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে এ ঝড় আছড়ে পড়েছে, সেখানে কাঁচা ঘরবাড়ি আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পাকা বাড়ি, জমিও ক্ষতির মুখে। প্রচুর নদী বাঁধ থেকে সমুদ্র উপকূলের ক্ষতি হয়েছে। দুয়ের পাতায়

নবান্নের কন্ট্রোলরুমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলায় ক্ষতি ২০ হাজার কোটি

আকাশপথে সমস্ত দুর্গত এলাকা দেখে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক মিটিং করে বাংলার ক্ষতির তথ্য প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা প্রতিনিধি: একেবারে পরিষ্কার হিসাব। ইয়াস ধূর্ণিঝড় যে খতি করে দিয়ে গিয়েছে, তার জন্য গোটা দক্ষিণবঙ্গে এখনও পর্যন্ত খতি হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকার। সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্প আর দীঘা উন্নয়নের জন্য আলাদা করে ১০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজের প্রস্তাব। সাকুল্যে ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত খতিয়ান প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বাংলার এই দাবি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে দীঘার সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে বলেন, জানি হয়তো কিছুই পাব না। তবু যতটুকু সাহায্য করার করবেন।

বাস্তব চিত্রটা ঠিক এরকমই। যে কারণে আক্ষেপ ঝরে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। কখনওই বাংলার জন্য চেয়ে কিছু মেলে না। বাংলাকে বঞ্চিতই রেখে দেয় কেন্দ্র। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষতির হিসাব তুলে দিলেও তার আশায় বসে নেই মুখ্যমন্ত্রী। নিজের মতো করে ক্ষতির হিসাব করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেও পড়েছেন। 'দুয়ারে ত্রাণ' ঘোষণা করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন ৩ থেকে ১৮ জুন প্রাথমিকভাবে আবেদন নেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে থেকে। তা খতিয়ে দেখা হবে ১৯ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। তার পর ১ জুলাই থেকে ৮ জুলাইয়ের মধ্যে সেইসব ত্রাণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

জল একটু নামতেই ধ্বংসের চেহারাটা সামনে এসেছে। দফায় দফায় তা খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যান নির্দিষ্ট এলাকায়। দুয়ের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানুষের সরকার

রাজ্যবাসী দেখেছে গতবছর আমফানের সময় বিপর্যয় মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুমে নিজে রাত জেগেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবসময় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনই এবারও দেখা গেল। জননেত্রী ঘূর্ণিঝড় যশ মোকাবিলায় তাঁর মা-মাটি-মানুষের সরকার ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে কন্ট্রোলরুমে বিনিদ্র রজনী কাটালেন। তিনি নিজে রাত জেগে রাজ্যবাসীকে নিশ্চিন্ত করেছেন। খুব মঙ্গলের যে ঘূর্ণিঝড় যশ বাংলার উপকূলে সরাসরি আছড়ে পড়েনি। কিন্তু তার প্রভাবে তীব্র ঝড় এবং ভরা কটালের জলোচ্ছাসের কারণে বিপর্যয় এড়ানো যায়নি। তারপরেও নিম্নচাপের দরুন একটানা ভারী ও অতিভারী বৃষ্টিতে বাংলার বিভিন্ন এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে। বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর কারও হাত নেই। কিন্তু সেই বিপর্যয়ে কতটা ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়, সেটা দেখা সরকারের দায়িত্ব। আর রাজনৈতিক সদিচ্ছা থেকে একটি সরকার সেই কাজটি করে থাকে। এর জন্য জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হয়। বাংলায় এই বিপর্যের দিনে জননেত্রী সেই দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। এই মুহূর্তে অন্য কোনও রাজ্যে এমনটা দেখা যায়নি। অন্য কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আশা করা যায়নি, তিনি নিজে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে রাত জেগে বিপর্যয় মোকাবিলা করবেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উদাহরণটি তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষেত্রে এমনটা যদিও এই প্রথম নয়। প্রকৃতপক্ষেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার 'মানুষের সরকার'। আমরা করোনা সংক্রমণ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও শুরু থেকেই জননেত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকারকে এভাবেই পেয়েছি। তাঁর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগেও এবারও এতবড় দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। জননেত্রীর নির্দেশে সুচারুভাবে আগাম সব প্রস্তুতি নিয়ে মানুষকে বাঁচানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের পরেই জননেত্রী প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে । নবান্নের শীর্ষকর্তা থেকে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলেছেন । প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছিল উপকূলবর্তী সাইক্লোন সেন্টারগুলিকে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার, পানীয় জল, ওষুধ মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ও অন্যত্রে, যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে, সেখানে ১৫ লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বে এটাই সবচেয়ে বড় গণ স্থানান্তর প্রক্রিয়া। শুধু তাই নয়, রাজ্য নিজের ক্ষমতায় বিপর্যস্তদের ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে। ঘূর্ণিঝড় যশের ক্ষতিপূরণের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করবে মা-মাটি-মানুষের সরকার। এই অর্থ মূলত চাষের জমির পুনরুদ্ধার, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির পুনর্নির্মাণ ও মেরামতি কাজে, ত্রাণের চাল, ডাল ও ত্রিপল দিতে খরচ করা হবে। জননেত্রী বলেছেন, "রাজ্যে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় সাধারণ মানুষের সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। প্রত্যেকের কাছে ত্রাণ দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হবে। দুয়ারে ত্রাণ পরিকল্পনায় প্রত্যেক ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় সরকারি আধিকারিকরা ক্যাম্প করবেন। আগামী ৩ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত দুয়ারে ত্রাণ ক্যাম্প করা হবে। এই ক্যাম্পে এসে সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আধিকারিকদের চিঠি মারফত বা মুখে জানাবে। তারপর ১৯ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১৫ দিন রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা খতিয়ে দেখবেন। রেইকি হয়ে গেলে রাজ্য সরকার আগামী ১ জুলাই থেকে ৮ জুলাই এক সপ্তাহের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রভাবিতর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেবে।" এই কাজ কেবলমাত্র জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করতে পারেন। সে কারণেই জনগণ তাঁকে তৃতীয়বার বিপুল সমর্থন দিয়ে বাংলার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন, রাজনীতি মানে মানুষের সেবা। মানুষের মঙ্গল করা।

এত বড় দুর্যোগ, বিজেপি কই? দুর্গতদের সাহারা মুখ্যমন্ত্রীই

তীর্থ রায়

বাংলায় বিজেপি বরাবরই পরিযায়ী পাখিদের মতো। জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর এই অভিযোগ করে এসেছেন। যশ দুর্যোগের সময় ফের তাঁর এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হল। ভোটের সময় আমরা দেখলাম গোটা দেশ থেকে বিজেপি নেতা-কর্মীরা বাংলায় হাজির। ভিন রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ- বিধায়করা মাসের পর মাস বাংলায় পড়ে রইলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কার্যত ভোটের তিন মাস রাজ্যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করলেন। অথচ, দুর্যোগের সময় বিজেপির কারও দেখা নেই। উপকূলের যে অংশে মানুষ জলমগ্ন হয়ে গেল, যেখানে বাঁধ ভেঙে গেল, সেখানে মানুষের পাশে দেখা যাচ্ছে না কোনও বিজেপি নেতাকে। প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চেপে ওড়িশার বালেশ্বর ও ভদ্রকে ঝড়ের ক্ষতি দেখতে এসেছিলেন। কলাইকুণ্ডার বায়ুসেনার ঘাঁটি দিয়ে ফেরার পথে আকাশ থেকে একঝলক পূর্ব মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখেই প্রধানমন্ত্রী ফিরে গিয়েছেন। আর অন্য কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেখা নেই। বিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না বিজেপির রাজ্য নেতাদেরও। ভোটে হারের পর বিজেপির অধিকাংশ নেতাই ঘরে ঢুকে গিয়েছেন। পরিযায়ী যে সব নেতারা ভোটের আগে কয়েক মাস ধরে রাজ্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন, তাঁরা কেউ আর ত্রিসীমানায় আসছেন না। বিজেপির বহু নেতা কয়েক বছর ধরে বাংলায় পড়েছিলেন। তাঁদেরও ভোটের পর আর দেখা যাচ্ছে না। এমনকী, এই দুর্যোগের মুহূর্তেও সেইসব নেতারা রাজ্যবাসীর কোনও খোঁজখবর করছেন না। অথচ, ভোটের আগে এদের বাংলায় নিয়ে কত দরদ ছিল। এরা সবাই নাকি 'সোনার বাংলা' গড়ার জন্য হাত লাগাত। যদি বাংলার মানুষের প্রতি তাঁদের এতই ভালবাসা ছিল, তাহলে বাংলার মানুষের বিপদের দিনে তাঁরা কই? আসলে যেন তেন প্রকারে বাংলার ক্ষমতা দখলই ছিল বিজেপির নেতাদের মূল উদ্দেশ্য। বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে পারবেন, এই স্বপ্ন দেখেই নেতারা সব রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর বাংলার মানুষের প্রতি মিথ্যা প্রেম প্রদর্শন করছিলেন। যশ ঝড়ের পর বিজেপির এই ভণ্ডামি মানুষের কাছে আরও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষ ফের টের পেলেন তাঁদের পাশে জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল দল ছাড়া আর কেউ নেই। বিপদের দিনে যে পাশে থাকে, সেই প্রকৃত বন্ধু। অতীতেও বারবার বাংলার মানুষ দেখেছে তাদের প্রকৃত বন্ধু কে? অতীতেও যখনই রাজ্যে দুর্যোগ হয়েছে, তখনই সবার আগে বিপন্ন মানুষের পাশে ছুটে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তখনও তিনি একইভাবে মানুষের পাশে ছুটে যেতেন। বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেও একইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস তাঁর রয়ে গিয়েছে। বিজেপি যে এ রাজ্যে পরিযায়ী তা নিয়ে আর কোনও সংশয় রইল না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কার্যত ভোটের তিন মাস রাজ্যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করলেন। অথচ, দুর্যোগের সময় বিজেপির কারও দেখা নেই। উপকূলের যে অংশে মানুষ জলমগ্ন হয়ে গেল, যেখানে বাঁধ ভেঙে গেল, সেখানে মানুষের পাশে দেখা যাচ্ছে না কোনও বিজেপি নেতাকে। প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চেপে ওড়িশার বালেশ্বর ও ভদ্রকে ঝড়ের ক্ষতি দেখতে এসেছিলেন। কলাইকুণ্ডার বায়ুসেনার ঘাঁটি দিয়ে ফেরার পথে আকাশ থেকে একঝলক পূর্ব মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখেই প্রধানমন্ত্রী ফিরে গিয়েছেন। আর অন্য কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেখা নেই।

আগেই ত্রাণ শিবিরে

একের পাতার পর

যশ মোকাবিলায় এবারও নেতৃত্ব দিলেন সামনে দাঁড়িয়ে। এবারও যেন তিনিই পাহারাদার। দুর্যোগের আগের রাতেই বোঝা যাচ্ছিল, বাংলার সীমানা এলাকার বালেশ্বরে বা ভদ্রকে আছড়ে পড়বে যশ। প্রভাব থাকবে বাংলায়। উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দফায় দফায় বৈঠক করেছেন বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক-ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে। ঘন ঘন তাঁকে দেখা গেল রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কার্যালয়ের কন্ট্রোল রুমে এসে মনিটর করতে। রাত সাড়ে ন'টাতেও নির্দিষ্ট ঘরে ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, সব ঠিক আছে তো? কখনও পূর্ব মেদিনীপুর, কখনও বা দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসককে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন, ত্রাণ সব ঠিকঠাক মজুত করা রয়েছে তো? বিপজ্জনক এলাকা থেকে কত লোককে সরানো হল?

যখন প্রশাসনের কর্তাদের কাছ থেকে তথ্য পেলেন যে ১৫ লক্ষের বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে, তাঁদের খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আশ্বস্ত হলেন জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফোনে ধরেছিলেন যশ নিয়ে নজরে রাখা আধিকারিকদের, আবহাওয়াবিদদের। সেই মুহূর্তেই আলোচনা করে নিয়েছেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ঝড় ঝাড়খণ্ডের দিকে যখন সরে যাচ্ছে, তখনও বৈঠক করলেন বিভিন্ন জেলার কর্তাদের সঙ্গে। একেবারে ঝড় সরলেই বেরোলেন নবান্ন থেকে।

যশ সরে যাওয়ার পর দায়িত্ব ছিল ত্রাণের। সেক্ষেত্রেও তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কেন তিনি ব্যতিক্রম। দুয়ারে ত্রাণ ব্যবস্থার মতো অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মানবিক। মানুষের হাতে সঠিকভাবে সঠিক টাকা পৌঁছে দিতে সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে সেই টাকা। তথ্য সঠিক কি না অবশ্য সমীক্ষা করে দেখবেন সরকারি আধিকারিকরা, দুয়ারে শিবিরের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তের পর দিনই তিনি ছুটলেন হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সাগর। বিপর্যস্ত উপকূল এলাকায় যে তাঁকে যেতেই হবে। তিনি যে পাহারাদার। এবার ভেঙে পড়া বাঁধ আবার সারানোর দায়িত্ব। এই কাজও যে করতে হবে দ্রুত।

ক্ষয়ক্ষতি এত হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে তা নথিভূক্ত করার পর কেন্দ্রের কাছে পাঠাবেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যের ক্ষতি হলে তার টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু বারবার সেই টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এত দ্রুত রাজ্যে কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব না মিললেও প্রাথমিকভাবে যা জানা গিয়েছে, তাতে কৃষি ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও মৎস্যপালন, পশুপালনেও ক্ষতি যথেষ্টই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিজ সম্পত্তি ও সম্পদের। বিশেষ করে নোনা জল ঢুকে গিয়ে এই ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য, উদ্যানপালন, পশুপালনের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। আসল ক্ষতি কতটা হয়েছে তা সমীক্ষার পরেই বোঝা যাবে। দ্রুত এটা পাওয়া গিয়েছে, কারণ জেলাশাসক পুলিশ সুপার বা অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। কৃষি দফতরের আধিকারিকরা কাল রাত থেকে ঘটনাস্থলে আছেন। কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে, তা আমরা বিশদে সমীক্ষা করব।" পাশাপাশি নদী বাঁধ, বাড়ি, রাস্তা, জেটি, সরকারি সরকারি ও বেসরকারি বিল্ডিংয়ের ক্ষতি সবই খতিয়ে দেখা হবে। তবে কেন্দ্রের থেকে কত টাকা মিলবে, তা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "গতবারে আমফান আমাদের কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে তারপরও আমরা কিছু পাইনি।"

দুয়ারে ত্রাণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার পাশে সরকার

একের পাতার পর

এই সমস্ত ক্ষতিপূরণেই মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গড়ে প্রাথমিকভাবে এক হাজার কোটি টাকার ত্রাণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে যে আরও বরাদ্দ করা হবে তারও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন তিনি। জননেত্রীর কথায়, "পাঁচ-ছ'দিন আমরা সময় নিচ্ছি। কারণ জল সরতে সময় লাগবে। হাঁটুজল পেরিয়ে সব জায়গায় পৌঁছনো যাবে না। তার পর আমরা যাব। কার কী ক্ষতি হয়েছে বলবেন। বাড়িয়ে বললে হবে না। তদন্ত হবে কিন্তু। যাঁর সত্যি ক্ষতি হয়েছে সেই পাবে। যেটা সরকার পারে, সেটা করবে। সরকার কিন্তু সবার জন্য পারে না। সরকার গরীবের জন্য পারে।" একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "কারও কথায় ত্রাণ বন্টন হবে না।" টাস্ক ফোর্স সবটা দেখবে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে পাউচ প্যাকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

যশ ঘূর্ণিঝড় প্রতিবেশি ওড়িশার দামরা পোর্টে আছড়ে পড়লেও বাংলার সুন্দরবন উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, পূর্ত, প্রাণীসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য দফতর-সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার প্রাথমিক হিসাব সচিবদের কাছ থেকে নিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। আমফানে দ্রুত দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে একবছর আগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছিল।

অবশ্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু মাত্র দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিয়েছিল মা-মাটি-মানুষের দল। এবার আগে থেকেই সতর্কতা নিয়ে গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে চেয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সময় নিয়ে দুর্গতদের আবেদনের সার্ভে করে তবেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমরা চাই না কেউ বঞ্চিত হোক। রাজনীতি, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা চেষ্টা করব সাহায্য করার। প্রত্যেকটা আবেদন আমরা খতিয়ে দেখব কেউ যাতে এর সুযোগ না নিতে পারে। তাড়াহুড়ো করতে গেলে অনেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন। অনেক ভুল হয়ে যেতে পারে। তাড়াহুড়ো না করে ১৫ দিন সময় লাগবে ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদনপত্র যাচাই করে দেখতে।"

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়ের তান্ডব ও জলোচ্ছ্বাসের জেরে কৃষিক্ষেত্রে দুই হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। নষ্ট হয়েছে ১.১৬ লক্ষ হেক্টর জমি। তিন লক্ষ বাড়ি নষ্ট হয়েছে যার আনুমানিক মূল্য তিন হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে ফ্লাড সেন্টারেই প্রাথমিকভাবে ডাক্তারদের টিম পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, বিভিন্ন এলাকায় এই ক্ষতির জেরে অশান্তি বাধতে পারে। সেদিকে নজর দিতে হবে প্রশাসনকে। এ ছাড়া, এখনও প্রকৃতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি। ভরা কটালের পর জোয়ারের জল নামতে সময় লাগছে। তাই সতর্ক থাকতে হবে। অশোকনগরে এদিন আবার ঘূর্ণি হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে সেদিকে কোনও ক্ষতি হলে। রিলিফ সেন্টারে যাতে কারও কোনও ক্ষতি না হয়, বিশেষ করে মেয়েরা যেন নিরাপদে থাকে তা নজরে রাখতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন জেলা প্রশাসনকেও।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে বহু এলাকায় ফিশারিগুলো প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভেড়ি বা সরকারি জলায় নোনা জল ঢুকে মাছ মরে বা মাছ ভেসে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মৎস্যদফতরকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, মিষ্টি জলের মাছ তো কেটে নুন মাখিয়ে রান্না হয়। সেক্ষেত্রে নোনা জল লেগে যাওয়া মাছ কেটে শুকিয়ে বা ভেজে যদি বিক্রি করা যায় তবে তা করা হোক। তবে তা আদৌ করা যায় কিনা জানতে বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নিতে বলেছেন। পঞ্চায়েতে যে রাস্তা নষ্ট হয়েছে তা পথশ্রী প্রকল্পের ৪৬ হাজার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সঙ্গে জুড়ে দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, যে সংস্থা এই কাজ করবে, তিন বছর তাকেই গ্যারান্টি দিতে হবে যে, ভেঙে গেলে সেই যেন সরিয়ে দেয়। উপকূল এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় ক্ষতি

একের পাতার পর

প্রথমে হিঙ্গলগঞ্জ। সেখান থেকে সাগর। সেখান থেকে কলাইকুন্ডা হয়ে দীঘা। কলাইকুন্ডা ছাড়া তিনটি জায়গাতেই প্রশাসনিক বৈঠক করে প্রাথমিক রিপোর্ট নিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। বলে দেন এর পর ফিল্ড রিপোর্ট আসবে। সেই রিপোর্ট নিয়েই এদিন দীঘার বেলাভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বিধায়ক, মন্ত্রী, জেলা প্রশাসনের বিশেষ করে সেচ দফতরের একাধিক আধিকারিককে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। মৎস্যজীবীদের স্বার্থে একাধিক ঘোষণাও করেন, যাতে প্রাথমিক ধাক্কা সামল উঠতে পারেন তাঁরা।

বস্তুত, গত কয়েক বছরে একই ছবি। কেন্দ্রের কোনও সরকার তো নয়ই, তৃণমূলের আগে বিগত কোনও সরকারই এ নিয়ে ভাবেনি। মা—মাটি—মানুষের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সুন্দরবন নিয়ে আলাদা প্রকল্পের কথা ভাবলেন গত বছর। সেবার আমফান আর এবার ইয়াসের পর সেই প্রকল্পে নতুন করে সুন্দরবন আর দীঘাকে সাজিয়ে তুলতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই দ্রুত তার রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন। কোন কোন দফতরের মাধ্যমে কত সহজে দ্রুত নতুন করে পুনর্গঠন করা সম্ভব তা ছকে নিয়েছেন ঝড় দুর্যোগ থামার একদিনের মাথায়। এর পরই একেবারে প্রশাসনিক বৈঠকে বসে নতুন করে বিধ্বস্ত এলাকা সাজানোর নির্দেশ দিয়ে দিলেন জননেত্রী।

ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী

পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ও স্বাস্থ্যে গুরুত্ব

মাধ্যমিক হবে আগস্টে উচ্চমাধ্যমিক জুলাইয়ে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : পরীক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যত দুই বিষয়েই গুরুত্ব দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা করোনা আবহে ২০২১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগে ছিল পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। তাঁদের উদ্বেগের অবসান ঘটালেন জননেত্রী। জানিয়ে দিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা কবে হবে এবং কী পদ্ধতিতে হবে, তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। হাতে সময় রয়েছে, তাই পরীক্ষার্থীরা আরও প্রস্তুত হওয়ার সময়ও পাবে।

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে জানিয়েছেন, "জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আর মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। আর দুটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আবশ্যিক বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের নানা স্তরে ভর্তির বিষয় থাকে, তাই আগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" জননেত্রী আরও জানান, কোভিড বিধি মেনেই পরীক্ষা নিতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের নিজের নিজের স্কুলেই। কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণরূপে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলতে হবে। আর দুটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষার সময়সীমা তিন ঘণ্টা থেকে কমিয়ে দেড় ঘণ্টা করে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, গণপরিবহণে অন্য স্কুলে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে না বলে পরীক্ষার্থীদের সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমবে। এই অতিমারী আহবে তাদের পরীক্ষা দিতে সুবিধা হবে নিজের নিজের স্কুলে। মমতা বলেছেনন, "গোটা দেশের মধ্যে আমরাই প্রথম যারা পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলাম। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।" তিনি আরও বলেছেন, "মাধ্যমিকে ১২ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। আবশ্যিক বিষয় ৭টি। এখন শুধু সেই বিষয়গুলির উপরেই পরীক্ষা হবে। অতিরিক্ত বিষয় ৩৮ থেকে ৫৮টি। বিদ্যালয়ের নম্বরের ভিত্তিতেই সেগুলির মূল্যায়ন হবে। ৩ ঘণ্টার পরিবর্তে দেড় ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রশ্নপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই ১০টার জায়গায় ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের।" আবার উচ্চ মাধ্যমিক প্রসঙ্গেও তিনি জানান, "উচ্চমাধ্যমিকে সাড়ে ৮ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। এক্ষেত্রেও আবশ্যিক বিষয়গুলির পরীক্ষা নেওয়া হবে।"

কড়াকড়িতে অনেক কমল করোনা সংক্রমণ

বিধিনিষেধ জারি আরও ১৫ দিন

আপাতত জুন মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত আগের মতোই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। এর ফলে কোভিড কিছুটা হলেও কমেছে। মানুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। মানুষ নিজেও নিজেকে রক্ষা করছে। কোভিড যে কিছুটা হলেও কমেছে, এটাই স্বস্তির। যেহেতু কিছুটা হলেও কমেছে, তাই আমরা আর একটু সময় নিচ্ছি। এটার জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথ গ্রহণের দিনই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, করোনা মোকাবিলায় কোনও রকম গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করবে না রাজ্য সরকার। বাংলার মানুষকে মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পরেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন সিলিন্ডারকে মেডিক্যাল সিলিন্ডারে পরিণত করা হয়েছে বাংলায়। অক্সিজেন সরবরাহের বিষয় নজরদারির জন্য অক্সিজেন ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, কিছু বিধিনিষেধ মানলেই করোনা ভাইরাসকে বাগে আনা সম্ভব। গত ১৫ মে ১৫ দিনের জন্য রাজ্য জুড়ে জারি হয়েছিল কিছু বিধি নিষেধ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি সেই বিধি নিষেধের ফলও মিলেছে হাতে হাতে। ক্রমশ নামতে শুরু করেছে রাজ্যে সংক্রমণের গ্রাফ। এভাবেই নিয়ম মেনে চললে অচিরেই করোনা মুক্ত হবে বাংলা। বাংলার মানুষের স্বার্থে তাই নতুন করে ফের আরও ১৫ দিনের জন্য জারি হয়েছে বিধিনিষেধ। অর্থাৎ জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় কিছু নিয়ম বলবৎ থাকবে।

কি রয়েছে এই নিয়মের তালিকায়? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আপাতর আরও ১৫ দিন স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব দফতর বন্ধ থাকবে।

শপিং মল, স্পা, রেস্তোরাঁ, জিম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, সিনেমা হল বন্ধ থাকবে। বাজার দোকান খোলা রাখার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মুদি দোকান, বাজার-হাট, দুধ, রুটি, মাছ-মাংস, সব্জির দোকান সকাল ৭ টা থেকে ১০ টা অবধি খোলা থাকবে। মিষ্টির দোকান সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। লোকাল ট্রেন, মেট্রো, বাস পরিষেবা, ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া বন্ধ থাকবে ট্যাক্সি, অটো চলাচল। আপাতত আরও ১৫ দিন রাজ্য জুড়ে বন্ধ থাকবে সব ধরণের জমায়েত।

করোনা সংক্রমণ রুখতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সারা দেশের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই পদক্ষেপকে উদাহারন বলছেন চিকিৎসকরা। অক্সিজেন সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলার সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই কোভিড মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছে পুজো কমিটিগুলি। তাঁদের ক্লাব বা কমিউনিটি হলে তৈরি করা হয়েছে সেফ হোম বা অক্সিজেন বুথ। অক্সিজেন সরবরাহ স্বাভাবিক করতে রাজ্যের প্রায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পিএসএ প্লান্ট বসানোর কাজ শেষ করেছে বাংলার সরকার । ইতিমধ্যেই অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের জন্য বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি রাজ্যকে সাহায্য করছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি পঞ্চায়েত এবং পুর এলাকায় কোভিড রোগীদের জন্য মোতায়েন হয়েছে একটি অ্যাম্বুল্যান্স এবং শববাহী যান।

ঘুরে দেখলেন ডায়মন্ডহারবারের পাঁচটি ত্রাণশিবির ও নদীবাঁধ

দুর্যোগ কমতেই দুর্গতদের পাশে অভিষেক

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : দুর্যোগের সময় বাংলার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে উপান্নে রাত জেগেছে বাংলার অভিভাবিকা জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতভর নজর রেখেছিলেন দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনায়। ঘন ঘন ফোন করে সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর নিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনার। এমনই জননেত্রীর পথ অনুসরণ করেই তাঁর দলের মুখ্য সেনাপতি হিসেবে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ, যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গেলেন ত্রাণ শিবিরে। যশের দাপট সামান্য কমতেই তিনি নিজের লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে গেলেন। কথা বললেন ত্রাণ শিবিরে আসা বাসিন্দাদের সঙ্গে। জেনে নিলেন তাঁদের প্রত্যাশা ও চাহিদার কথা। ফিরে এসে ব্যবস্থা করলেন আরও প্রচুর খাদ্য, ওষুধপত্র ও ত্রাণ সামগ্রীর।

যশের ঝড়ে দিনভর ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ও বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তার উপর প্রবল বৃষ্টি। ঘরছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসন তাঁদের জন্য ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছে। জলে ডুবে যাওয়ার আগে নিচু এলাকা থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষকে। সেখানে রয়েছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও।

আগামী কয়েক দিন এই শিবিরেই থাকতে হবে গৃহহারাদের। কিন্তু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে নারাজ সাংসদ অভিষেক। বস্তুত এই কারণেই দুর্যোগের প্রকোপ একটু কমতেই জননেত্রীর মতোই রাস্তায় নামলেন তিনি। ছুটলেন ডায়মন্ড হারবারের ত্রাণ শিবিরে। ঘুরে দেখলেন ৫টি ত্রাণ শিবির এবং দু'টি নদীবাঁধ। কথা বললেন বাসিন্দাদের সঙ্গে। খোঁজ নিলেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার। কথা বলার সময় সাংসদের হাত ধরে কেঁদে ফেলেন এক মহিলা। ঝড়-জলে সর্বহারা হয়েছেন তিনি। হাত ধরে তাঁকে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তৃণমূলের যুব সভাপতি। বললেন, "চিন্তা করবেন না, সরকার আপনাদের পাশে আছে। সব ব্যবস্থা করবে সরকার।" অভিষেকের এমন ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্যবাসী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

কথায়, এবছর বিধানসভা নির্বাচনে নিজের রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অভিষেক। এবার দুর্যোগকালেও রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। যা প্রমাণ করে দিচ্ছে শুধু একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ নন, অভিষেক অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ও হৃদয়বান জননেতাও।

ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় যশ আছড়ে পড়ার সময় সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদরে নিজের নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ মেনে দুর্গত এলাকায় সাধারণ বাসিন্দাদের পাশে ছিলেন দলীয় মন্ত্রী-বিধায়করাও। বস্তুত জননেত্রীর নির্দেশের সূত্র ধরেই কার্যত দুর্যোগের মধ্যেই ছুটে গিয়ে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাইস্কুল, ২ নম্বর ওয়ার্ডের দু'টি হোটেল, ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের কালীচরণপুর এফ পি স্কুল ও ডায়মন্ডহারবার ২ নম্বর ব্লকের নুরপুর হাইমাদ্রাসার পাঁচটি ত্রাণ শিবির অভিষেক পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের এসডিও সুকান্ত সাহা এবং পুরসভা ও ডায়মন্ডহারবার ১ ও ২ নম্ব পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা।

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫৮। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 58. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**